بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪২-০৬/০১ রবিবার, ০৪ জুমাদাল আখিরা, ১৪৪২ হিজরী ১৭/০১/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بسم الله الرحمن الرحيم

হে মুসলিমগণ, রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা ও মূল্যবোধ প্রত্যাখ্যান করুন, যা আমাদের কন্যাদেরকে লালসার শিকারে পরিণত করছে

রাজধানীর একটি খ্যাতিমান স্কুলের ও-লেভেল শিক্ষার্থীর ধর্ষণ ও মৃত্যুর পর বাংলাদেশে যৌন হয়রানি, নির্যাতন, ধর্ষণ ও গণধর্ষণের মতো ঘটনার উদ্বেগজনক উত্থান আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। সমগ্র দেশজুড়ে কিশোর অপরাধ ও কিশোর-গ্যাং সংস্কৃতির তীব্রতা জনসাধারণের মনে গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। এই উত্তেজনাপূর্ণ ও ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্যেও সমাজের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহল তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত করার কাজে উঠেপড়ে লেগেছে। তারা 'মূল কারণ' চিহ্নিত করার পরিবর্তে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এর 'লক্ষণ' নিয়ে জনগণকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছে। কারণ তারা এবিষয়ে সচেতন যে অন্যথায় তাদের পবিত্র (!) ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বাস ও এটির ত্রুটিযুক্ত নীতিসমূহের প্রকৃত চেহারা উন্মোচিত হয়ে যাবে। এসব বুদ্ধিজীবীগণ দ্বিগুণ অপরাধ করছে। একদিকে তারা নারীদের মর্যাদার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে অবাধ যৌনাচারকে উৎসাহিতকারী ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে, যা মূলত নারীদের উপর সকল সহিংসতার উৎস। অন্যদিকে তারা ইসলামী মূল্যবোধ ও ইসলামের ভিত্তিতে গড়ে উঠা আমাদের শতাব্দী পুরানো রীতিসমূহকে আক্রমণ করে এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান, অর্থাৎ ইসলাম থেকে মানুষের দৃষ্টি দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

আমাদের সমাজের তথাকথিত প্রগতিশীল চিন্তাবিদরা শনাক্ত করেছেন যে পর্ণআসক্তি, মাদকের অপব্যবহার, সামাজিক অবক্ষয়, সন্তানদেরকে গড়ে না তোলা এবং দুর্বল পারিবারিক বন্ধনই বর্তমান সংকটের প্রধান কারণ। কিন্তু তারা এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করছেন না যে: 'কেন' আমাদের সমাজে এধরনের সর্বনাশা সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়েছে? যার উত্তর আছে সেই পঁচে যাওয়া পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বাস ও ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত রয়েছে, যার দিকে আমাদেরকে ধাবিত করা হচ্ছে। এই ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থাটি জীবন থেকে ধর্মকে বাদ দেয়ার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে জীবনে সুখের পরিমাপ হচ্ছে ইন্দ্রিয় চাহিদাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পূরণ করা। বর্তমান বিশ্বে প্রভাবশালী আদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বাংলাদেশেও দীর্ঘকাল ধরে নারী অধিকার ও নারী মুক্তির কথা বলে আসছে, কিন্তু এই মানবরচিত আদর্শের অন্তর্নিহিত বৈপরীত্যের কারণে এটি নারীর প্রতি সহিংসতার মাত্রা সামান্যতমও হ্রাস করতে সক্ষম হয়নি। এটি নারীদের সৌন্দর্যকে বাণিজ্যিকভাবে মূল্যায়নের মাধ্যমে তাদেরকে ভোগ্য পণ্য হিসেবে চিত্রায়িত করেছে। তথাকথিত "মুক্তির" স্লোগান দিয়ে নারীদেরকে বিলবোর্ড থেকে টিভি বিজ্ঞাপনে, সিনেমায়, ও ম্যাগাজিনে ভোগ্য পণ্য হিসেবে প্রদর্শন করে প্রতিনিয়ত অবনমিত করা হচ্ছে। অন্যদিকে, এর সামাজিক ও শিক্ষাব্যবস্থা এমন কিশোর-তরুণ তৈরি করছে যাদের জীবনের প্রকৃত কোন উদ্দেশ্য নেই, এবং তারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র কাছে জবাবদিহিতা সম্পর্কেও সচেতন নয়। সুতরাং, বৈষয়িক আকাঙ্ক্ষা ও ইন্দ্রিয় সুখ অর্জনের জন্য স্বাভাবিকভাবেই তারা নারীদেরকে সম্ভোগের সামগ্রী হিসাবে বিবেচনা করে। সুতরাং, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা নারীদের অধিকারের পক্ষে অবস্থান নেয়ার ও সামাজিক সচেতনতা তৈরির যে আহ্বান জানায় তা সত্যপথভ্রষ্ট, কারণ তারা স্বাধীনতার অজুহাতে আমাদের নারীদেরকে অভিলাষের বস্তু হিসেবে বিবেচনা করে। তদুপরি, এসব বুদ্ধিজীবীরা জনগণকে এই ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বাস - যা এই সমস্যার মূল কারণ, প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানানোর পরিবর্তে দুর্নীতিগ্রস্থ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদসমূহ আরো ভালোভাবে আঁকড়ে ধরার প্রেসক্রিপশন দিচ্ছে! তারা এখন পশ্চিমা সংস্কৃতির আদলে দূষিত 'যৌনশিক্ষা' কর্মসূচির মাধ্যমে 'সম্মতিসূচক যৌনতার' অশুভ ধারণা প্রচার করছে। আমাদের কিশোর-কিশোরীদেরকে স্কুলে শেখানো হচ্ছে যে পারস্পরিক সম্মতিতে শারিরিক সম্পর্ক (জিনা) একটি স্বাভাবিক বিষয়! 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা' এবং 'সম্মতি' সম্পর্কিত এসব ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রসূত চিন্তা পশ্চিমা দেশসমূহেও নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অবসান ঘটাতে পারেনি। বরং এটি ব্যভিচার, পতিতাবৃত্তি, পরকিয়া, বিবাহবিচ্ছেদ এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যার বিস্তার ঘটায়, যা প্রধানত নারীদেরকেই দুর্দশায় পতিত করে । সুতরাং, পশ্চিমা চিন্তাধারা হতে উৎসারিত এধরনের অশ্লীলতাকে সমাধান হিসাবে উপস্থাপন করা অত্যন্ত নিন্দনীয় একটি কাজ।

হে মুসলিমগণ, আপনারা অনতিবিলম্বে এই ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বাস ব্যবস্থাটি প্রত্যাখ্যান করুন, যা আমাদের নারীদের পবিত্রতা, সম্মান এবং মর্যাদাকে নষ্ট করছে। নবুয়্যতের আদলে খিলাফত রাশিদাহ্ প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিন, যা নারীদের উপর সকল ধরনের বর্বরতা ও সহিংসতার দ্বার রুদ্ধ করে দেবে। আসন্ন খিলাফতের অধীনে নারীদের সম্মান রক্ষা করার বিষয়টি অন্যতম রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে নির্ধারণ করা হবে। খিলাফত রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত ইসলামের অনন্য সামাজিক ব্যবস্থা নারীদেরকে পুরুষের সম্ভোগের বস্তুতে পরিণত করার সকল প্রচেষ্টাকে নিষিদ্ধ করবে। নারীদের জন্য নিরাপদ ও শ্রদ্ধার পরিবেশ তৈরির উদ্দেশ্যে এই রাষ্ট্র মহিলাদের প্রতি তাক্বওয়া ভিত্তিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের প্রতি গুরুত্বারোপ করবে। *"তিনি (একজন নারী) মর্যাদার পাত্র এবং তাকে সুরক্ষিত রাখা বাধ্যতামূলক।"* (অনুচ্ছেদ ১১২, **হিযবুত তাহ্‌রীর** কর্তৃক প্রণীত খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধান)। খিলাফত রাষ্ট্র নারী ও পুরুষের মধ্যে মেলামেশা ও সহযোগিতার বিষয়টি এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে যাতে সহিংসতা ও নৈতিক অবক্ষয় উৎস থেকেই নির্মূল হয়ে যায়। *"পুরুষ এবং নারীকে মৌলিকভাবে পৃথক রাখতে হবে। শারী'আহ্ অনুমোদিত প্রয়োজন ব্যতীত তাদের মেলামেশা করার অনুমতি নেই। মেলামেশার ক্ষেত্রে শারী'আহ্ অনুমোদিত কারণ থাকতে হবে, যেমন: ক্রয়-বিক্রয় এবং হজ্জ ইত্যাদি।"* (অনুচ্ছেদ ১১৩, **হিযবুত তাহ্‌রীর** কর্তৃক প্রণীত খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধান)। নারীদের বিরুদ্ধে যেকোন ধরনের সহিংসতার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান (চাবুক মারা থেকে শুরু করে মৃত্যুদণ্ড) রাখা ছাড়াও খিলাফত রাষ্ট্র তাদের মর্যাদা রক্ষায় সেনাবাহিনী প্রেরণেও দ্বিধা করেনা। খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফা আল মুহতাসিম বিল্লাহ্'র শাসনামলে একজন রোমান সৈন্য কর্তৃক নির্যাতন ও বন্দীত্বের শিকার এক মুসলিম মহিলাকে উদ্ধারের জন্য রাজধানী বাগদাদ থেকে আমুরিয়া শহরের একটি শক্তিশালী রোমান ঘাঁটি দখলের উদ্দেশ্যে শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে আসন্ন খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার সাক্ষী হওয়ার সুযোগ দান করুন, যেটি সত্যই নারীদের অধিকার রক্ষা করবে এবং তাদেরকে প্রাপ্য সম্মান ও পবিত্র জীবন ফিরিয়ে দেবে। পবিত্র কুর'আনে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

"মু'মিন পুরুষ ও মহিলা একে অপরের আউলিয়া (সাহায্যকারী, বন্ধু, রক্ষক)।" [সূরা তওবা: ৭১]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ